যুগান্তর — ২০ এপ্রিল, ২০১০
পৃষ্ঠা — ৫
শ্রেণীসংখ্যা — ০৭০.৪০৮

যুগান্তর, ২০.০৪.২০১০
পৃ: ৫

সোয়াইন ফ্লু

গত বছরের ২৪ মে যুগান্তরে 'সোয়াইন ফ্লু : ভয়ের কিছু নেই' শীর্ষক আমার একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেই নিবন্ধে আমি লিখেছিলাম, সোয়াইন ফ্লু আতংক সৃষ্টির পেছনে ওষুধ কোম্পানি ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানি থাকে। সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু এবং অন্যান্য ফ্লু নিয়ে আমাদের চোখের সামনে বিশ্বব্যাপী যে নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেল, তা শুধু এটাই প্রমাণ করে— ভয়ভীতি ও রোগ নিয়ন্ত্রণের নামে চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি এবং রাজনীতিবিদরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি অসহায় নিরীহ মানুষের সরলতা ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে যাচ্ছে। এ নাটকের একটি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত বছরের ৩০ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সোয়াইন ফ্লু'র মাত্রা প্রথমে পাঁচ এবং পরে ছয়ে উন্নীত করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। সোয়াইন ফ্লু মহামারী আকারে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে— এই মর্মে প্রচারমাধ্যমগুলো এমনভাবে প্রচার করতে শুরু করল, যার ফলে সারাবিশ্বে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। এই অপপ্রচারের ফলে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার এমন গুরুত্বের সঙ্গে 'পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি' ঘোষণা করল, যা ওষুধ কোম্পানিগুলোর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ওষুধ ও ভ্যাকসিন ব্যবসা এবং মুনাফার সুযোগ এনে দিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ভাষ্যমতে, মহামারীর আতংকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ, ভ্যাকসিন, ত্বরিত ফ্লু শনাক্তকারী কিটস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক ওষুধ কোম্পানিগুলোর বাজার রাতারাতি চাঙা হয়ে গেল। ফ্লু মহামারীর আতংক সৃষ্টির ফলে যেসব ওষুধ কোম্পানি বেশি লাভবান হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সানফি পাস্তুর, গ্ল্যাকসো স্মিথক্লাইন, বেক্সটার, জনসন অ্যান্ড জনসন, রোশ, বায়োক্রাইস্ট ইত্যাদি।

এসব আট মাস আগের কথা। ১১ জানুয়ারি আলজাজিরা টেলিভিশন চ্যানেল সোয়াইন ফ্লুর ওপর এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছে। খবরে প্রকাশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সোয়াইন ফ্লু মহামারীর আতংক সৃষ্টি ছিল একটি জালিয়াতি ও ভুয়া ঘটনা। 'এইচ-১ এন-১' ভাইরাসের বিস্তার ও সোয়াইন ফ্লু মহামারীর আবির্ভাব এবং এর ভয়াবহতাকেও অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা হয়েছিল কিছু বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির ষড়যন্ত্রের কারণে, যাতে করে এরা বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করতে পারে— কথাগুলো বলেছেন ইউরোপের একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। এই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের নাম ড. ওলফগ্যাংগ ওডার্গ। তিনি সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, কোম্পানিগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সোয়াইন ফ্লু মহামারী আবির্ভাবের ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রভাবান্বিত করেছিল। ইউরোপের স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত 'ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস' সম্পর্কিত এই কাউন্সিল ড. ওডার্গের অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তদন্তের ফলে আশা করা হচ্ছে— কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

ড. ওডার্গ আরও বলেছেন, এ অযথা সংকট সৃষ্টির ফলে বিশ্বব্যাপী প্রায় সব দেশের সরকার স্বল্পাবধি সোয়াইন ফ্লু মোকাবেলায় শত সহস্র কোটি টাকার ফ্লু নিরোধক ওষুধ কিনে মজুদ করেছে, যা পরে আর ব্যবহৃত হয়নি। আল-জাজিরা নেটওয়ার্কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড. ওডার্গ বলেন, আমাদের সংস্থাগুলো কাজকর্মে ভীষণ অদক্ষ। এরা বার্ড ফ্লু নিয়েও এক মহাভীতির সৃষ্টি করেছিল, যেমন করেছে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার 'বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো খরচ করে সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন ক্রয় করেছে। আমাদের তদন্ত করা দরকার, এর পেছনে রহস্য কি? স্বাস্থ্য সুরক্ষার নামে শত সহস্র কোটি টাকার অপচয় আমরা বহন করতে পারি না।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক মিডিয়া প্রতিনিধি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, প্রতিটি সদস্য দেশকে নিরপেক্ষ পরামর্শ সরবরাহ করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা এই দায়িত্বকে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে থাকি। সবরকম স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করে চলি। ড. ওডার্গের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক গ্ল্যাকসো স্মিথক্লাইন বলেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওপর অবৈধ প্রভাব খাটানোর অভিযোগ বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বপ্রকার উপসর্গ বিবেচনা করে সোয়াইন ফ্লু মহামারীর রূপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তার অর্থ এ দাঁড়ায়, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কারও প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি। কিন্তু কোন যুক্তিতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও গ্ল্যাকসো স্মিথক্লাইনের বক্তব্য ও অবস্থান ধোপে টেকে না। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত বছরের এপ্রিলের শেষের দিকে যখন মহামারীর ঘোষণা দেয়, তখন বিশ্বব্যাপী সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক : ১ জুলাই '০৯ পর্যন্ত সারাবিশ্বে সোয়াইন ফ্লুর কারণে মারা গেছে মাত্র ৩৩২ জন, যার মধ্যে ১১৬ জন ছিল শুধু মেক্সিকোর নাগরিক। পক্ষান্তরে সাধারণ ফ্লুর কারণে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৩ হাজার মানুষ মারা যায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, সোয়াইন ফ্লুর চেয়ে সাধারণ ফ্লু অনেক ভয়ংকর। তারপরও সাধারণ ফ্লু নিয়ে আমরা বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আতংকিত নয় কেন? এ কারণে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে এসব ঘটনাকে আমার সবসময়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। তারপরও ইউএস কংগ্রেস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জরুরি অবস্থা গ্রহণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিকে সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলার প্রদান করে। 'বিগ ফার্মা' আর 'বিগ পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সির' মধ্যে বিশ্বব্যাপী যে কুটুম্বিতা তৈরি হয়েছিল, তার কারণে এখন বিশ্বের বহু দেশ বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্রান্স সম্প্রতি নোভার্টিসকে প্রদত্ত প্রায় ৫ কোটি অনাবশ্যক ভ্যাকসিনের অর্ডার বাতিল করে দিয়েছে।

বিশ্বের বহু দেশ বুঝে উঠতে পারছে না— এত বিশাল পরিমাণ অব্যবহৃত ভ্যাকসিন ও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নিয়ে তারা কি করবে। বিভিন্ন দেশের সরকার সোয়াইন ফ্লু মহামারী ঠেকানোর জন্য জনগণকে ভ্যাকসিন গ্রহণে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে ভ্যাকসিন প্রদান সম্ভবও হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিকভাবে জনগণ সোয়াইন ফ্লু নিয়ে বিভ্রান্তিতে ও আতংকে দিন কাটালেও পরে অধিকাংশ মানুষের মোহ কেটে যায়। কারণ আজ পর্যন্ত সারাবিশ্বে সোয়াইন ফ্লুতে মৃতের সংখ্যা ১২ হাজার অতিক্রম করেনি। এর অর্থ দাঁড়ায়, প্রতি দেশে গড়ে মৃতের সংখ্যা মাত্র ৬৩ জন। আরও একটি কথা, দাবি করা হলেও আমরা এখনও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি না, এসব মৃত্যু আসলে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের কারণে না অন্য কোন রোগের কারণে ঘটেছিল। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কোন মানুষ আগে থেকে ব্যাকটেরিয়াজনিত কোন জটিল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে এবং পরে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। অন্যদিকে মেক্সিকোতে যত লোক মারা গেছে তাদের সবাই শূকর থেকে এইচ-১ এন-১ ভাইরাস সংক্রমণে মারা যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, সোয়াইন ফ্লু সংক্রামক বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সোজা কথা, সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস সাধারণভাবে মানবদেহে সংক্রমিত হয় বলে প্রমাণিত হয়নি। সাম্প্রতিককালে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের নিজস্ব প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগী এবং মেক্সিকোর কোন শূকর বা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক, বহু এলাকায় ফ্লুর মতো উপসর্গ কোনমতেই সংকটাপন্ন ছিল না। তারপরও মার্কিন প্রশাসন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সর্বত্র আতংকের সৃষ্টি করে। অথচ প্রকৃত স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। যেমন মারাত্মক পরিবেশ দূষণে লাখো কোটি মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ২ লাখ ৫০ হাজার শিশু-কিশোরের অটিজমে ভোগা, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মৃত্যুর বিপুল হার, এফডিএ কর্তৃক অনুমোদিত প্রেসক্রিপশন ড্রাগ গ্রহণ করার কারণে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ মানুষের মৃত্যু, ক্যান্সারে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ লোকের প্রাণহানি সরকারের কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না। অথচ 'ফ্লুর উপসর্গে কয়েকশ' মানুষের মৃত্যুর কারণে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন ও আতংক সৃষ্টি করা হল।

এই রহস্যময় আচরণ ও ঘটনার আমরা কি ব্যাখ্যা দেব? তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সোয়াইন ফ্লু মহামারী রূপ নিয়েছে বলে গত বছরের ১১ জুন ঘোষণা দেয়ার পরদিনই কিছু বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির পুরোদমে সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন উৎপাদন শুরু করার মধ্যে অন্তত একটি যোগসূত্র রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ভ্যাকসিন উৎপাদক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে উত্তর দেয়া দরকার, এই যোগসূত্র কিভাবে, কেন গড়ে উঠেছিল।

মুনীরউদ্দিন আহমদ

শতাব্দীর একটি বড় কেলেঙ্কারি

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : প্রো-ভিসি, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@yahoo.com